<u>কাব্যপ্রকাশঃ</u>
<u>প্রথম উল্লাসঃ</u>

<u>প্রয়োজনম</u>

<u>কারিকা</u>

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।
सद्यः परनिर्व्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥

কাব্য যশের জন্য, অর্থলাভের জন্য, [সামাজিক] রীতি-নীতি জানার জন্য, অমঙ্গল ধ্বংসের জন্য, অবিলম্বে উত্পন্ন উত্কৃষ্ট আনন্দের জন্য আর কান্তা-তুল্য উপদেশ পাওয়ার জন্য|

<u>বৃত্তি</u>

कालिदासादीनामिव यशः, श्रीहर्षादेर्धावकादीनामिव धनम्, राजादिगतोचिताचारपरिज्ञानम्, आदित्यादेर्मयूरादीनामिवार्थनिवारणम्, सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दं, प्रभुसम्मितशब्दप्रधानवेदादिशास्त्रेभ्यः सुहृत्सम्मितार्थतात्पर्यवत्पुराणादीतिहासेभ्यश्च शब्दार्थयोर्गुणभावेन रसाङ्गभूतव्यापारप्रवणतया विलक्षणं यत् काव्यं लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म, तत् कान्तेव सरसतापादनेनाभिमुखीकृत्य, रामादिवद्वर्तितव्यं न रावणादिवदित्युपदेशं च यथायोगं कवेः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम् ।

অলৌকিক বর্ণনায় দক্ষ কবির সৃষ্টি বা কাব্য, শব্দ ও অর্থের গৌণতা এবং রসের প্রাধান্যের ফলে, শব্দপ্রধান ও প্রভুতুল্য বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের থেকে [ভিন্ন] ; এবং অর্থপ্রধান ও বন্ধুতুল্য পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতির থেকেও পৃথক| সেই কাব্য যোগ্যতা অনুসারে কবি এবং সহৃদয়কে কালিদাস প্রভৃতির মতো যশ, শ্রীহর্ষের কাছ্ থেকে পাওয়া বাণ প্রভৃতির মত সম্পদ, রাজকীয় আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান, আর সব প্রয়োজনের সেরা (প্রয়োজন) আনন্দ দিয়ে থাকে| ঐ আনন্দ (কাব্যবোধের) ঠিক পরমুহুর্তে রসাস্বাদ হতে উদ্ভূত এবং অন্য সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য| আর সেই কাব্য সূর্যাদি কর্তৃক ময়ূর প্রভৃতির মতো অনর্থ

নিবৃত্তি করে, এবং প্রিয়ার মত আনন্দসৃষ্টির মাধ্যমে [নিজের দিকে] আকৃষ্ট করে উপদেশ দেয় এরকম - "রাম প্রভৃতির মত ব্যবহার করা উচিত, রাবণ প্রভৃতির মত নয়" | তাই সমস্তভাবে সেই কাব্যরচনা এবং বোধে যত্ন করা উচিত |কবির অমঙ্গল, অনর্থ দূর করে কাব্য | ময়ূর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিলেন | পরে একশটি স্তোত্রে সূর্যশতক লিখলেন | সূর্যের কৃপায় রোগমুক্ত ঘটল কবির | আনন্দ শ্রেষ্ঠ (পর) কেমন করে ? বলা হয়েছে : এ আনন্দ রসাস্বাদনের ফলে উদ্‌ভূত | তাই অলৌকিক বা শ্রেষ্ঠ | আবার এই আনন্দে অন্য জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্বও থাকে না | সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে ছয় দিক থেকে | এদের মধ্যে মুখ্য এবং শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন হল আনন্দলাভ মম্মট বলেছেন - আনন্দ হল সমস্ত প্রয়োজনের সেরা প্রয়োজন | সাহিত্য অলৌকিক আনন্দ দেয় যেমন কবিকে, তেমন পাঠককে | কবির আনন্দ সৃষ্টির | পাঠকের অনুভূতির | অবশ্য কখন কখন কবি ও পাঠক অথবা সহৃদয়ের দলেও পড়েন | কাব্যের উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গী কান্তার মত | মম্মট বলেছেন বেদ এবং পুরাণ ও ইতিহাস থেকে কাব্যের এখানেই পার্থক্য | বেদ শব্দ প্রধান | বেদের শব্দ পরিবর্তনের অযোগ্য, বেদ উপদেশ দেয় | ভঙ্গী প্রভুর মত | মনিব বা প্রভুর আদেশে শব্দ অপরিবর্তনীয় | মত্‌স, কুর্ম ইত্যাদি পুরাণ আর রামায়ণ-মহাভারতে কিন্তু অর্থ-ই বড় কথা | অর্থের মধ্যেই উপদেশ | তা পথ-নির্দেশ পর্যায়ের | এই উপদেশ তাই বন্ধু-সম্মিত | অন্যদিকে কাব্যের উপদেশ অথবা অনুরোধ প্রয়োগের ভঙ্গী প্রিয়ার মত | প্রিয়া কথা বলে না | তাই শব্দ নেই | অর্থ নেই | কেবল মনমাতানো ভাব ভঙ্গী আছে | রস সৃষ্টি করে আকৃষ্ট করে তোলে প্রিয়জনকে | এই উপদেশ তাই কান্তা -সম্মিত | এভাবে এই তিন রকম উপদেশের স্বরূপ দেখিয়ে মম্মট আরও প্রকট করে তুলেছেন কান্তা সম্মিত উপদেশের স্বরূপ এবং কাব্যের আবেদনের স্বরূপ | ছয় দিক দিয়ে কাব্যের উপযোগিতা দেখানো হয়েছে | এর মধ্যে তিনটি ফল কবির | কাব্য কবিকে এনে দেয় খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং ধন সম্পদ | দূর করে কবির অমঙ্গল | বাকি দুটি ফল সহৃদয় পাঠকের | তারা জানতে পারে রাজদরবারে অথবা সমাজের আদব-কায়দা | বুঝতে পারেন, জীবনের পথে চলতে গিয়ে কোনটিকে বেছে নিতে হবে | এদের মধ্যে অবশ্য

সাধারণ, কবি এবং সহৃদয় , দুজনের জন্যেই নির্দিষ্ট | সেটি সদ্যঃ পরনির্বৃত্তি অথবা তাজা আর সেরা আনন্দ পাওয়া | কবির আনন্দ সৃষ্টির , প্রকাশের | সহৃদয়ের আনন্দ অনুভূতির | অর্থাত কবি আর সহৃদয় , যার য়েমন যোগ্যতা , সে তেমন ফল পায় |